হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

শয়তানের ফাঁদে পা দিও না

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"ইন্নামাল মু'মিনুনা ইখওয়াতুন ফা'আসলিহু বাইনা আখাওয়াইকুম, ওয়াত্তাকুল্লাহা লা'আল্লাকুম তুরহামুন" (সুরাহ হুজুরাতঃ১০)।

পবিত্র আয়াতটি বলে, "বিশ্বাসীরা সবাই ভাই। তাদের ভেতরের সমস্যা সমাধান কর এবং তাদের ভেতর বিভক্তি ঢুকতে দিও না।" এটি আল্লাহ্‌র আদেশ এবং এটি মুসলিমদের জন্য একটি উপদেশ। যখন মুসলিমেরা এক থাকে তখন অবশ্যই তারা শক্তিশালী হয়, কিন্তু শয়তান এবং তার সৈন্যরা তা চায় না। তারা নিশ্চিতভাবে চায় সবাই যেন একে অপরের শত্রু হয়। আর মুসলিমরা বোকা বনছেঃ শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার বদলে যারা তাদেরই মত মুসলিম তাদের মুখোমুখি হয়। সব জায়গায়ই একই রকম চলছে। দুঃখের বিষয় যে ইসলামের পুরো বিশ্বই এরকম।

ওসমানীয়াগণ শুধু মুসলিমদেরকেই একত্রিত করেনি, ৭২ টি জাতিকে এক সরকারের শাসনে একত্রিত করেছিল। তারা সবার সাথে ন্যায়পরায়ণ ছিল এবং তারা সবাই সুখী ছিল। শয়তান এটা পছন্দ করেনি। প্রথমে সে ধীরে ধীরে অমুসলিমদেরকে উসকানি দেয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায়। তা যথেষ্ট ছিল না। তারপর সে মুসলিমদের বিক্ষিপ্ত করে এই বলে, "তুমি আরব, তুমি অনারব, তুমি এই এবং তুমি সেই।" তাও যথেষ্ট নয়। এখন সে প্রতিটি মুসলিম দেশের ভিতরে মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াচ্ছে।

মুসলিমরা যাই করুক, তাদের উপদেশ দিয়ে যেতে হবে। এটি আল্লাহ্‌র আদেশ। উনার আদেশের সাথে লড়াই করে তোমরা কোথাও পৌঁছতে পারবে না। মুসলিমদের ভেতরে অবশ্যই মিটমাট করে দিতে হবে ভালোর মাধ্যমে। এটি একটি বড় গুনাহও, অন্য লোকদের সাথে থাকা, অবিশ্বাসীদের সাথে, ইসলামের বিরুদ্ধে। তারা এর জন্য জবাবদিহি করবে আল্লাহ্‌র সামনে। তারা পৃথিবীতে নীঁচু থাকবে এবং আখিরাতে শাস্তি পাবে।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

আখিরাতই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। নিজেকে পৃথিবীর জন্য বিক্রি করে দেয়া ভালো নয়, নাফসকে সন্তুষ্ট করা দুই পয়সার একটা জিনিসের জন্য। শয়তান এখন সবদিক দিয়ে আক্রমণ করছে। সে তার পুরো বাহিনী বের করেছে কারণ এখন শেষ সময়, এবং ইসলামকে সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করছে। শয়তান তাদের সাথে আছে কিন্তু সে জানে না যে আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) আমাদের সাথে আছেন। আল্লাহ্ সদা বিজয়ী। এটিই আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা।

শয়তানের এখন অনেক খেলনা আছে। আগে শুধু টেলিভিশন ছিল, টেলিফোন ছিল, এখন আরও খারাপ জিনিস এসেছে (ইন্টারনেট)। সেখানে প্রতিদিন নতুন নতুন জিনিস বের হচ্ছে। হঠাৎ তুমি জানতে পারছ এই লোক আমাকে গালি দিয়েছে, ওই লোক তোমাকে গালি দিয়েছে। এগুলোর প্রতি মনোযোগ দিও না। যারা গালি দিতে চায় তাদের গালি দিতে দাও। তারা দুঃখিত হবে যখন তারা সত্য বুঝতে পারবে। অতএব, "এই লোক আমাকে এটা বলেছে, ওই লোক আমাকে সেটা বলেছে", এসবের উপর ভিত্তি করে নিজের ভিতরে ক্ষোভ বা আক্রোশ তৈরী হতে দিও না। কোন মনোযোগ না দিলেই হবে।

বোলো না, "এ ইন্টেরনেটে এটা বলেছে, সে ওটা বলেছে"। তাকিও না এবং অন্যকে খবর দিও না এই বলে যে, "এই লোক তোমাকে এরকম বলেছে"। যখন তুমি তা করবে না তখন শয়তান দুঃখ পাবে এবং শোকাহত হবে। নাহলে, ঠিক যেভাবে একটি পশু বা পতঙ্গ ফাঁদে ফেঁসে যায়, তুমি শয়তানের ফাঁদে পড়ে যাবে ওই ব্যাপারটিতে। নিজেকে সেই স্তরে নামিও না। তার থেকে উঁচ্চ হও!

লোকেরা ইঁদুরের ফাঁদে বিষ দেয় আর ইঁদুর মারা যায়, তেলাপোকা মারা যায়, মাছি মারা যায়। সেগুলো কীট-পতঙ্গ যা ফাঁদে পড়ে। মানুষদের সেরকম ফাঁদে পড়া উচিত নয় এবং এসব ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া উচিত নয়। তারা যাই বলুক, এই ফাঁদে পড়ো না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুন, বিশেষ করে মুসলিমদের, বিবেক, বুদ্ধি এবং সুচিন্তা। আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী হোন। ইসলাম বিজয়ী হোক। কাফিরেরা পরাজিত হোক এবং বিশ্বাসঘাতকেরাও তাদের সাথে পরাজিত হোক। আল্লাহ্ তাদেরকে শোকাহত এবং বিধ্বস্ত করুন ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১৮ ডিসেম্বার ২০১৬ / ১৮ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।